দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 12 MAY 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

ঘরে বসেই জানা যাচ্ছে ফল

স্কুলে ছিল না চিরচেনা সেই আনন্দ-উল্লাস

লুৎফর রহমান কাকন ●

বিজ্ঞান দিয়েছে বেগ, চলার গতি। কেড়ে নিয়েছে আবেগ, জীবনের শ্রুতি। গতকাল এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ফল প্রকাশের দিন খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে এমন অবস্থাই চোখে পড়েছে রাজধানীর সেরা স্কুলগুলোয়। প্রযুক্তির কল্যাণে ঘরে বসেই ফল জেনে নিচ্ছে শিক্ষার্থীরা। ফলে স্কুলগুলোয় ছিল না ফল জানতে আসা শিক্ষার্থীদের চিরচেনা সেই আনন্দ বা উল্লাসের দৃশ্য। এ নিয়ে আক্ষেপ করেছেন শিক্ষকরা। প্রিয় শিক্ষার্থীদের আনন্দঘন সেই মুহূর্ত মিস করছেন বলে জানান তারা। পরীক্ষার ফলাফলে প্রযুক্তির প্রভাবের কথা প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন। গতকাল সকালে গণভবনে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ফল প্রকাশের আনুষ্ঠানিকতা সেরে তিনি বলেন, এখন থেকে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে ফল পৌঁছে যাবে। অনলাইন, এসএমএসেও পাওয়া যাবে। রেজাল্টের জন্য শিক্ষার্থীদের আর দৌড়ঝাঁপ করতে হবে না।

গতকাল দুপুর ১২টার দিকে মনিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের শ্যাওড়াপাড়া শাখায় গিয়ে দেখা গেছে, স্বাভাবিক নিয়মে স্কুলে ক্লাস চলছে। অভিভাবকরা নিজের সন্তানের জন্য বাইরে অপেক্ষা করছেন। স্কুল শেষ হলে বাসায় নিয়ে যাবেন। একই স্কুলের রূপনগর শাখায় গিয়েও একই চিত্র দেখা গেছে। স্কুলের অন্য আরেকটি শাখা ঘুরে সর্বশেষ দুপুর ১টার দিকে প্রধান বালিকা শাখায় গিয়ে চোখে পড়ল, সেখানে অপেক্ষা করছেন বিভিন্ন গণমাধ্যমের কর্মীরা। সবাই এসেছেন এসএসসির ফলাফলের খবর সংগ্রহের কাজে। তাদের এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

স্কুলে ছিল না চিরচেনা সেই

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) কয়েকজন জানান, শিক্ষার্থীদের আনন্দঘন মুহূর্তের ছবি ধারণ করার জন্য দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করছেন। কিন্তু ফল জানতে আসা শিক্ষার্থীর দেখা মিলছে না। এর মধ্যে একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের সংবাদকর্মী তার অফিসে ফোন করে বলেন, 'প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে বসে আছি। ফল জানতে আসা কোনো শিক্ষার্থী দেখছি না। মনে হচ্ছে, কোনো ফুটেজ পাব না।' মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ড. শাহান আরা বেগম সাংবাদিকদের বলেন, এখন ইন্টারনেট, মোবাইল ফোনে ফল পেয়েই অনেকে চলে যায় বসুন্ধরা সিটি বা কোনো বিনোদন কেন্দ্রে। শিক্ষার্থীরা নিজের মতো করে সেলিব্রেট করে দিনটি। আগের মতো পরিস্থিতি নেই। তাই ফল জানতে কেউ স্কুলে আসে না। মনিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের সহকারী প্রধান শিক্ষক (মূল বালিকা শাখা) শেখ আবুল কাসেম বলেন, 'এক সময় ছাত্রছাত্রীরা সকাল থেকেই স্কুলে ভিড় করত ফল জানার জন্য। সারা দিন স্কুলে থাকত। স্কুলে অন্য রকম এক পরিবেশ বিরাজ করত। কিন্তু এখন প্রযুক্তির কল্যাণে রেজাল্ট জানতে তাদের আর স্কুলে আসার প্রয়োজন পড়ে না।'